যুগান্তর

তারিখ ... 09 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৮ কলাম ... ৫ ...

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার হিড়িক

দাশিয়ারছড়ায় যত্রতত্র সাইনবোর্ড : লক্ষ্য নিয়োগ বাণিজ্য-আধিপত্য বিস্তার

আহসান হাবীব ও আবদুল আজিজ, *দাশিয়ারছড়া থেকে*

সদ্য বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্ত হওয়া কুড়িগ্রামের দাশিয়ারছড়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার হিড়িক পড়ে গেছে। পাটক্ষেত, ধানক্ষেত, পতিত জমি, বাঁশঝাড়, মসজিদ সবখানে ঝুলছে বিভিন্ন নামে স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজের সাইনবোর্ড। সরকারের অনুমোদন ছাড়াই দাশিয়ারছড়ায় এখন ২৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার তোড়জোড় চলছে। সন্তান ও স্বজনদের চাকরি দেয়ার লোভ দেখিয়ে প্রতিষ্ঠানের নামে জমি দানের প্রতিশ্রুতি আদায় করা হচ্ছে। এভাবে ব্যাঙের ছাতার মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠার গড়ে তোলার লক্ষ্য হল— নিয়োগ বাণিজ্য ও আধিপত্য বিস্তার। অথচ জেলা শিক্ষা অফিসার ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জানিয়েছেন, বিদ্যমান সরকারি বিধিবিধান মতে দাশিয়ারছড়ায় সর্বোচ্চ ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি উচ্চ বিদ্যালয়, একটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সুযোগ রয়েছে। সরেজমিন অনুসন্ধানে দেখা যায়, বিভিন্ন ব্যক্তি দাশিয়ারছড়ায় ১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৮টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৩টি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করছেন। এজন্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে সাইনবোর্ড বসানো হয়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। যারা উদ্যোক্তা তারা বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে জমি নিচ্ছেন এই শর্তে যে, তাদের সন্তানদের চাকরি দেয়া হবে। মঙ্গলবার সকালে দাশিয়ারছড়া মুজিব-ইন্দিরা মহাবিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোপন করা হয়েছে। কালিরহাটের কাছে লম্বা ৪০ হাত টিনের ঘর নির্মাণাধীন। সামনে ফাঁকা ফসলি জমি। বিশাল সাইনবোর্ডে লেখা দাশিয়ারছড়া দাখিল মাদ্রাসা (প্রস্তাবিত)। এ মাদ্রাসায় মৌখিকভাবে জমি দিয়েছেন আবদুর রহমান, সিরাজ উদ্দিন, আবদুল খালেক ও জয়নাল আবেদিন। এ মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ছিটমহল আন্দোলনের নেতা আলতাফ হোসেন। ইতিমধ্যে সুপার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন জমিদাতার ছেলে আমিনুল ইসলাম। সহ-সুপার আবদুল হাই। দাশিয়ারছড়া মধ্যপাড়া সমন্বয়কারী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জমিদাতারা হলেন— মনির, সুরত আলী, মোজাহার ও মোজাফ্ফর। এর প্রধান শিক্ষক নুর ইসলাম জানান, এ বিদ্যালয়ে শিক্ষকসহ ১১ জনকে নিয়োগ দেয়া হবে। সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটির বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সভাপতি মইনুল হক বলেন, বাংলাদেশ-ভারত স্থলসীমান্ত চুক্তি অনুমোদনের পর বাংলাদেশ সরকার ছিটমহলবাসীর শিক্ষাসহ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের গুরুত্ব দিয়েছে।